১২৯

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 SEP 1994 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বাংলাদেশে প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্ব ও শিক্ষানীতি প্রসঙ্গ

ডঃ আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। একটি সমাজ কিংবা জাতির উন্নয়ন ও সভ্যতার অন্যতম পরিমাপক হচ্ছে শিক্ষা। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্যে, সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে শিক্ষা মানুষের একটি অন্যতম অবলম্বন। শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব ব্যক্তিজীবন, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়ন। বলা যায়, যে দেশের মানুষ যত বেশী শিক্ষিত (সচেতনতা, উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্থে), সে দেশ ততবেশী উন্নত, আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাশীল।

আমরা জানি যে, সামাজিক জীব হিসেবে সমাজ ও সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে চলা তথা নানা প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে সমাজে টিকে থাকার জন্য মানুষ যা কিছু শিখে এবং যা কিছু তার চেতনায় সে ধারণ করে তাই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার আধুনিক ধারণা অনুযায়ী সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এর কার্যকর প্রয়োগই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। শুধু "Knowledge for Knowledge sake" এ ধরনের শিক্ষা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে (বিশেষত অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশে) আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারে না। এর জন্যে প্রয়োজন "Maximum utilization or application of knowledge in practical life" অর্থাৎ বাস্তব জীবনে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ। ব্যক্তি যে সমাজের অংশ কিংবা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সমন্বয়ে যে গোষ্ঠী বা বৃহত্তর সমাজ এবং জাতি গড়ে ওঠে—তার উন্নয়নের জন্যেই ব্যক্তির শিক্ষার প্রয়োজন। যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলা, তাঁর অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা, সমাজ ও জাতির প্রতি তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ বাড়ানো এবং সর্বোপরি ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও দক্ষ করে উৎপাদন কর্মে নিয়োজিত করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

শিক্ষার কার্যকর ভূমিকা বস্তুত ব্যক্তিকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করে। ব্যক্তি দক্ষ না হলে, ব্যক্তি জনশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করলে, শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা অর্ধ শিক্ষিত হয়ে বেকারত্বের মাত্রা বৃদ্ধি করলেই সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের উন্নতি হতে পারে না। আজকের আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় যে, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, কোরিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়নের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে তাদের বিরাট শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কৌশল হিসেবে বাংলাদেশসহ অনুন্নত দেশসমূহে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষার প্রসারের যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে তা বস্তুত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কতক নাগরিক তৈরী করা মাত্র। ব্যাপক জনগোষ্ঠির মাঝে দায়িত্ববোধ বা প্রতিশ্রুতি জাগ্রত করে কার্যকর ও উৎপাদনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার দিকে তেমন দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এখানে উন্নয়নের গতিকে করেছে শ্লথ, বেকারত্বের চিত্রকে করেছে ভয়াবহ, দেশে বৃদ্ধি করেছে সামাজিক অস্থিরতা; বাড়িয়েছে নৈরাশ্য আর নৈরাজ্য।

বলার অবকাশ রাখে না যে, স্বাধীনতার দু'দশক পরেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পরিবর্তন আসেনি। সাম্প্রতিককালে শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে কতক উদ্যোগ অবশ্য গৃহীত হয়েছে, আর সে লক্ষ্যে কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের পুঁথিগত শিক্ষা কি (প্রায়োগিক শিক্ষা নয় বলে) শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সমাজের ওপর বোঝা বাড়াবে না? যতদিন যাবৎ শিক্ষার মাধ্যমে কর্মকুশল, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ জনশক্তি গড়ে তুলে তাদেরকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করানো যাবে না, অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদেরকে নিয়োজিত করা যাবে না, ততদিন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠি বেকারই থেকে যাবে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, এ ধরনের শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি সমাজের জন্যে একটি বড় অভিশাপ।

আমাদের দেশের প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার আগে, কিংবা কিছুকাল পরেই ঝরে পড়ে। এই বিরাট অংশের ছাত্র-ছাত্রী শুধু কতক পুঁথিগত জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন ধরনের ফলিত বা প্রায়োগিক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পায় না, যাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারে, পরিবারের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। ফলে অল্প শিক্ষিত হয়েও তারা সমাজের কিংবা পরিবারের জন্যে কল্যাণকর কিছু বয়ে আনতে পারে না। কারণ জীবিকা অর্জনের সহায়ক কোন প্রশিক্ষণ এ পর্যায়ে তাদেরকে দেয়া হয় না। ফলে তাদের অধিকাংশই নামমাত্র শিক্ষা লাভ করে ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করে এবং বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সমাজের জীবনধারায় আপন সংকীর্ণ ভুমিকা পালন করে যায়। যে কোন দেশের জন্যে এ ধরনের অবস্থা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং হতাশাব্যঞ্জক।

বলতে দ্বিধা নেই যে, একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আজ প্রধান সংকট দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা। এবং এর চেয়েও বড় সংকট হচ্ছে—এ জনসংখ্যার অনুৎপাদনশীলতা এবং কর্মহীনতার বিরাট চাপ। অর্থাৎ উন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে উৎপাদন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক গতিধারার সৃষ্টি করেছে তার ফলেই সেখানে উন্নয়ন ও প্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে গোটা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই শ্লথ হয়ে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ক্রমশঃ বিরাট বোঝায় রূপান্তরিত হয়েছে।

উন্নয়ন অর্থনীতিতে শিক্ষাকেও একটি উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আজ এক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ ও মোট মুনাফার হিসেব-নিকেশ করা হয়। আমাদের আজ মনে রাখা প্রয়োজন যে, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আমরা তৈরী করবো, তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে যেন তার চেয়েও বেশী উৎপাদন করতে পারি। অন্যথায় শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়নের যে বিশ্ব অভিজ্ঞতা তা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা, আভ্যন্তরীণ সম্পদের সীমাবদ্ধতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও আবহাওয়া, শিক্ষার্থীর পারিবারিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির বিবেচনায় রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা দরকার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা বৈষম্য হ্রাস করে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতির ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডে ব্যাপক নিয়োগের কথা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন তথা বহির্দেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতি সঞ্চালনের জন্যে কর্মমুখী বা প্রায়োগিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে বেকারত্ব ততই বাড়ছে। ব্যাপক তরুণ ও যুব সমাজ হচ্ছে বিপথগামী। 'হামিদুর রহমান কমিশন' কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, জাতীয় শিক্ষা কমিশন, মজিদ খানের শিক্ষানীতি ইত্যাদি কোন নীতিমালাই এক্ষেত্রে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারেনি। বর্তমান অবৈজ্ঞানিক ও অপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষিত নাগরিক তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থায় আর যাই হোক বেকারত্ব হ্রাস করে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা যাবে না। অথচ আমেরিকা, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উন্নয়নের প্রধান সোপান হিসেবে কাজ করেছে পরিকল্পিত ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা।

এখানে বলার অবকাশ রাখে না যে, বাংলাদেশ একটি ছোট ও অনুন্নত দেশ হলেও এর রয়েছে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী। একে যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হলে অর্থনীতিতে ব্যাপক গতিসঞ্চার করা সম্ভব হতো। লক্ষণীয় যে, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ এদেশে ক্রমশঃই বাড়ছে। তারা স্থানীয়ভাবে বৃহৎ পরিসরে কল-কারখানাও গড়ে তুলছে এবং আরো বেশী মাত্রায় গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করছে। ইতিমধ্যে যারা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে—তারা অধিক সুযোগ লাভ করছে। কর্মক্ষেত্রে তাদের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। শুধু দেশেই নয়, বিদেশে এ ধরনের দক্ষ ও শিক্ষিত তরুণ বা যুবকের ব্যাপক সুযোগ তৈরী হচ্ছে। গত কয়েক বছরে এ ধরনের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশ গতির সঞ্চার হয়েছে।

ভুলে গেলে চলবে না যে, বাস্তবমুখী বা প্রায়োগিক শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বেকারত্ব হ্রাস ও উৎপাদন নিশ্চিত করা। এর বাইরেও এ ধরনের শিক্ষা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিকাশ, উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার ওপর চাপ হ্রাস, সহজে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং হতাশা ও গ্লানি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের প্রায়োগিক শিক্ষা নানাভাবে নানা বিষয়ে দেয়া যেতে পারে। বর্তমান বিশ্বপরিসরে, আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ ধরনের শিক্ষার প্রসার ঘটানো যেতে পারে। সমাজের উন্নয়নের শিক্ষাকে কাজে লাগানোর জন্যে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই ধাপে ধাপে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন আছে বটে, তবে দক্ষ জনশক্তিই হচ্ছে সমাজের উন্নয়ন ও প্রগতির মূল উৎস। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে প্রায়োগিক শিক্ষার দিকে আজ অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রের সুযোগের সম্ভাবনার কথা (দেশে ও বিদেশে) বিবেচনায় রেখে যুবক ও তরুণদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন, কম্পিউটার শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, সেলাই শিক্ষা, হস্তশিল্প বিষয়ক শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, পশুপালন শিক্ষা, শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিক্ষা, সবজি বিজ্ঞান শিক্ষা, বৈদ্যুতিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, অন্যান্য টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ, যেমন ড্রাইভিং, ইলেকট্রনিক্সসহ নানা যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামত শিক্ষা, বিভিন্ন ট্রেডিং কোর্স সমাপ্তকরণ, ভ্রমণ-পর্যটন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের আধুনিক বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সহজে প্রবেশের লক্ষ্যে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হবে।

এটা প্রায় নিশ্চিত যে, জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা নিশ্চিত করতে হলে একে উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তির মূল প্রবাহের সাথে একীভূত করতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ এবং ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন, শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সমাজের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুশিক্ষিত এবং কর্মোদ্দীপ্ত নাগরিক গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির মাধ্যমে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং ব্যাধির অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব।

এজন্যে পুরানো ও অকেজো প্রতিষ্ঠানগুলোর আমূল সংস্কার প্রয়োজন। অর্থনৈনিক উন্নয়ন একটি জাতির মানব ও বস্তু সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। এ দু'য়ের মাঝে আবার অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে সুসমন্বিত করা না গেলে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা যাবে না। দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদার ও সরবরাহের মাঝে সমন্বয় করে শিক্ষা কার্যক্রমকে পরিচালনা করা উচিত। শিক্ষার এই উভয় ধারার সম্মিলিত প্রভাবের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব, অন্য কোনভাবে নয়। এ প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির একটি প্রস্তাব এক্ষেত্রে বেশ প্রণিধানযোগ্য। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বলা হয়েছে যে, পল্লীভিত্তিক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় সম্পদ এবং প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করেই কৃষিশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের সহায়তার জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন অপরিহার্য। এ ব্যবস্থাদ্বারা বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরের কর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জন সহজ হবে এবং দেশের উন্নয়নমূলক কাজে তার দক্ষতাকে সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে। বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে অংশগ্রহণের জন্যে উপযোগী দক্ষ কারিগর তৈরী করা। যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরে প্রান্তিক শিক্ষার পর শিক্ষা সমাপ্ত না করে অথবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে সে সকল শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা দরকার। এই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশ বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।